দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 11 DEC 1985
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

000 06

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষাঙ্গন, রাজনৈতিক মঞ্চ নহে

—এরশাদ

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ গতকাল (বুধবার) বলিয়াছেন, জনগণের কল্যাণে উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণকল্পে খেতে-খামারে ও কলে-কারখানায় বর্ধিত উৎপাদনের মাধ্যমে অধিক পরিমাণ মূলধন সংগ্রহের জন্য প্রয়াস জোরদার করিতে হইবে। বাসস জানায়, গতকাল ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুরে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, অব্যাহত উন্নয়নের প্রধান পূর্বশর্ত হইতেছে শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং বিগত প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচনে দেশের জনগণ ধ্বংসের রাজনীতির বিরুদ্ধে রায় দিয়াছে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বিগত সাড়ে চার বৎসরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহার সরকারের বহুবিধ সংস্কারের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, এই সব উন্নয়ন সাফল্যকে সংহত করিতে হইবে। তিনি বলেন যে. জনগণের অবস্থার উন্নয়নের জন্য আরও উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হইতেছে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন যে, যোগাযোগ এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ উন্নয়নের একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান বিধায় তাঁহার সরকার বিশেষ করিয়া কৃষি ও শিল্পখাতে দ্রুত উন্নয়নের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা এবং দেশের সকল অংশে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করাকে সর্বোচ্চ

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

এরশাদ

(প্রথম পৃঃ পর)

অগ্রাধিকার দিয়াছেন।

জনসভায় সংসদ সদস্য শহীদুর রহমান, লণ্ডন ভিত্তিক সাপ্তাহিক জনমত সম্পাদক এ,টি,এম ওয়ালি আশরাফ এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ, ডব্লিউ, এম আবদুল হকও বক্তৃতা করেন। জাতীয় পার্টির মহাসচিব এবং দফতরবিহীন মেজর জেনারেল (অব) মাহমুদুল হাসান ও লোকাল এরিয়া কম্যাণ্ডার মেজর জেনারেল আবদুস সালাম উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্ররাজনীতি প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন যে, তাঁহার সরকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর। তিনি রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি ছাত্রদেরকে তাহাদের রাজনীতির ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করা হইতে বিরত থাকার আহ্বান জানাইয়া বলেন, তাঁহারা যেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাঁহাদের রাজনৈতিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পরিণত না করেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে রাজনৈতিক দলসমূহের ছাত্রফ্রন্ট রাখা অনভিপ্রেত। তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে শুধু শিক্ষার কেন্দ্র হইতে হইবে এবং আমরা চাই আমাদের সন্তানেরা যোগ্য নাগরিক হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করুক। তাহারা শিক্ষা-জীবন শেষ করিয়া রাজনীতি করিতে পারিবে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, দেশের জনগণ ছাত্র রাজনীতি উচ্ছেদের পক্ষপাতী। তিনি ছাত্রদের প্রতি জ্ঞান আহরণে তাহাদের সময় ও শক্তি নিয়োগ এবং অভিভাবক ও জাতির প্রত্যাশা পূরণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, একটি নয়ানীতি প্রণয়ন করা হইতেছে—যাঁহার অধীনে সুষমভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে উন্নত করার সমন্বিত প্রয়াস চালানো হইবে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ জনগণকে দেশে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকিলে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হইবে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ ঢাকা-বাঞ্ছারামপুর সড়ক এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সৌধ নির্মাণের কথা ঘোষণা করেন।

পূর্বাহ্নে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বাঞ্ছারামপুরে পৌঁছিলে মহিলা, শিশু, ছাত্র এবং মুক্তিযোদ্ধাসহ সর্বস্তরের জনগণ তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে।